



65903 - নফাসরে পর 'কপারটি' স্থাপনরে কারণে য়ে নারীর রক্তপাত হচ্ছে

প্রশ্ন

রমযানরে দশদনি পূর্ববে নফাসরে রক্ত বন্ধ হয়। এরপর রমযানরে দুইদনি আগে 'কপারটি' স্থাপনরে জন্য তনিমহলি চকিত্বিসকরে কাছে যান। তারপর থেকে আজকে পর্যন্ত রক্তপাত অব্যাহত আছে। এখন ক'আমি রোযা রাখব ও নামায পড়ব? উল্লেখ্য, আমি এখন নামায-রোযা পালন করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নারীর থেকে য়ে রক্তপাত হয় সটেরি মূল অবস্থা হলো হায়যেরে রক্ত হওয়া; যদি না সটে ১৫দনি অতিক্রম করে। ১৫ দনি অতিক্রম করলে অধিকাংশ ফকিহবিদদের নকিট তা ইস্তহিয়ার (রোগজনতি) রক্ত। আর কারো কারো মতে, যদি মাসরে বেশেরি ভাগ অংশ রক্ত অব্যাহত না থাকে তাহলে সটে হায়যে; আর যদি বেশেরি ভাগ অংশ অব্যাহত থাকে তাহলে সটে ইস্তহিয়া।

দুই:

হায়যেরে অভ্যাসগত দনি কখনও বাড়বে, কখনও কমবে; কখনও এগিয়ে আসবে, আবার কখনও পছিয়ে যায়। এ অবস্থাগুলোতে য়ে রক্তপাত হবে সটে হায়যেরে রক্ত, এক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি ঘটার কোন প্রয়োজন নাই— এটি আলমেদেরে দুটো অভিমতেরে মধ্যে বেশিদ্ধতম মতেরে ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ আপনার হায়যেরে অভ্যাস সাত দনি; সটে দশদনি পর্যন্ত বর্ধতি হতে পারে। তখন হুকুম দোয়া হবে য়ে, সবগুলো দনি হায়যে।

তনি:

'কপারটি' স্থাপনরে ফলে অধিকাংশ অবস্থায় মাসকি বেশিঙ্খলা ঘটবে— দনিরে সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নির্ধারণতি তারখিরে আগে হায়যে হওয়া কথিবা হায়যেরে রক্তেরে বেশিষ্টিয়ে পরবর্তন ঘটবে।

চার:

আপনার প্রশ্ন থেকে আমরা যা বুঝতে পেরেছি সটে হলো 'কপারটি' স্থাপন করার পর রমযানরে দুইদনি আগে রক্তপাত শুরু



হয়ছে এবং আজ পর্যন্ত (৭ ই রমযান পর্যন্ত) অব্যাহত আছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আপনার মাসিক কতদিন হত সটো উল্লেখ করেননি। আপনার পূর্বের যত অভ্যাস ছিল সেই সময়মত কমি মাসিক হয়ছে; নাকি সে সময়মত হয়নি?

এই ভূমিকাগুলোর ভিত্তিতে: আপনার থেকে যে রক্তপাত হচ্ছে সেটি হায়যেরে রক্ত হিসেবে হুকুম দয়া হবে। তবে যদি ১৫ দিনের বেশি অব্যাহত থাকে; তখন আপনি মুস্তাহাযা (রোগী) হিসেবে গণ্য হবেন। [তবে কোন কোন আলমেরে মতে, মাসের অধিকাংশ সময় রক্তপাত অব্যাহত থাকা ছাড়া আপনি মুস্তাহাযা গণ্য হবেন না]

যদি সাব্যস্ত হয় যে, আপনি ইস্তহিয়াগ্রস্ত (রোগগ্রস্ত) তাহলে আপনার অবস্থা হবে তিনটির কোন একটি:

১। যদি আপনার হায়যেরে সুনির্দিষ্ট সময়সীমার কোন অভ্যাস থাকে; তাহলে আপনি আপনার সেই পূর্ব অভ্যাসের উপর নির্ভর করবেন এবং সম পরিমাণ দিনে হায়যে পালন করবেন। এরপর গোসল করে নামায পড়বেন। আপনার অভ্যাসগত দিনগুলোর অতিরিক্ত সময়ের রক্তপাত ইস্তহিয়া।

২। আর যদি আপনার এমন কোন নিয়মতান্ত্রিক অভ্যাস না থাকে তাহলে রক্তগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের শরণাপন্ন হতে হবে। হায়যেরে রক্ত হলো (প্রগাঢ়) কালো রঙের, ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং সাধারণতঃ এর সাথে ব্যথা থাকে। আর ইস্তহিয়ার রক্ত হলো হালকা রঙের ও পাতলা।

৩। যদি পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর না হয়; তাহলে ছয়দিন বা সাতদিন হায়যে পালন করবেন। কেননা অধিকাংশ নারীদের এটাই হায়যেরে সময়কাল। এরপর গোসল করে নামায পড়বেন।

মুস্তাহাযা (ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী): রোযা রাখবেন, নামায পড়বেন এবং তার সাথে সহবাস করা যাবে। প্রত্যেকে ফরয নামাযেরে জন্য ওয়াক্ত প্রবশে করার পর তাকে ওযু করতে হবে এবং এই ওযু দিয়ে তিনি যত ইচ্ছা নামায পড়তে পারবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।